তারিখ ... 06 MAY 2016 ...
পৃ ... ৭.০ ... কলাম ... ২ ...

প্রথম আলো

# খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

## মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদের যথাযথ 'মূল্যায়ন' হওয়া উচিত!

বাংলায় একটি প্রবাদ আছে 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই'। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউজিসি, পরিকল্পনা কমিশন ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ জন কর্মকর্তা মিলে মধ্যবর্তী মূল্যায়নের নামে ১০ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার সব প্রস্তুতি শেষ করেছিলেন। কিন্তু বিধি বাম। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অনড় মনোভাবের কারণে তাঁরা শেষ পর্যন্ত টাকাটি তুলতে পারেননি।

*প্রথম আলোয়* প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল নির্মাণসহ বিভিন্ন কাজের জন্য ২০১০ সালে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ২০১৪ সালের জুনে প্রকল্প শেষ হওয়ার কথা থাকলেও মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় ২০১৬ সালের জুন পর্যন্ত এবং সংশোধিত ব্যয় ধরা হয় প্রায় ৮৬ কোটি ৪৭ লাখ টাকা। এ সময় সুকৌশলে প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদের সম্মানীর জন্য ১০ লাখ টাকা রাখা হয়। যেকোনো প্রকল্পের কাজ মূল্যায়ন করে থাকে তৃতীয় পক্ষ এবং তাদের কারিগরি জ্ঞান থাকতে হয়। কিন্তু খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নকাজে মধ্যবর্তী উন্নয়ন কমিটিতে যাঁরা আছেন, তাঁরা কেউই বিশেষজ্ঞ নন। সে ক্ষেত্রে কমিটি করার একমাত্র উদ্দেশ্য সরকারি টাকা হাতিয়ে নেওয়া।

ঘটনা তদন্তে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ত্বরিত ব্যবস্থা নিয়েছে। এ জন্য তারা ধন্যবাদ পেতে পারে। ইতিমধ্যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা বিভাগের দুই কর্মকর্তাকে কাজ থেকে বিরত রাখা হয়েছে। ইউজিসির দুই কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ইউজিসি পৃথক তদন্ত কমিটি করেছে।

এসবই ভালো উদ্যোগ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মূল্যায়ন কমিটির 'প্রভাবশালী' সদস্যরা যাতে তদন্ত কমিটিকে প্রভাবিত করতে না পারেন, সে বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে। এটা নিছক জোচ্চুরি। এই ধরনের কর্মকর্তাদের হাতে যদি আমাদের শিক্ষা তথা উন্নয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলে সর্বনাশ ঘটতে সময় লাগবে না। অতএব মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদের ভালোভাবেই 'মূল্যায়ন' হওয়া উচিত। অর্থাৎ তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।